যুগান্তর

তারিখ 31 MAY 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

ডেমরার সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ

# সব বাধা ডিঙিয়ে প্রথম স্থানে

**যুগান্তর রিপোর্ট**

তখন সময় দুপুর ১২টা ২০ মিনিট। 'আমরা প্রথম, আমরা প্রথম' স্লোগানে মুখর ডেমরার সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণ। গানের সঙ্গে তালে তালে নাচছে হাজারও শিক্ষার্থী। এর কিছুক্ষণ পর প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লাও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নাচ শুরু করেছেন। ততক্ষণে তাকে ওপরে তুলে বাঁধভাঙা উল্লাসে মেতে উঠেছেন শিক্ষকরা। প্রতিষ্ঠানটি সারা বাংলাদেশে এসএসসিতে প্রথম স্থান অর্জনের খবর ঘোষণার পর উল্লাসে ফেটে পড়ে শিক্ষকসহ হাজার হাজার শিক্ষার্থী।

প্রথম স্থান অর্জনের নেপথ্যের কাহিনী জানতে চাইলে ডেমরার সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা যুগান্তরকে বলেন, 'গভর্নিং বডির দিকনির্দেশনা ও ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের সমন্বিত প্রচেষ্টার কারণে সারা বাংলাদেশে এসএসসিতে আমরা প্রথম স্থান অর্জন করেছি। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে এত ভালো অবস্থানে আসতে পেরেছি। আমাদের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। আমাদের স্থান আমরা ধরে রাখব।'

প্রসঙ্গত, চলতি বছর সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ৭৭৯ জন এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

**প্রথম : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪**

## প্রথম : বাধা ডিঙিয়ে

**(১ম পৃষ্ঠার পর)**

এর মধ্যে বিজ্ঞানে ৪১৭ জনের মধ্যে ৪১৫ জন এ প্লাস, ব্যবসা শিক্ষা বিভাগে ৩০১ জনের মধ্য ২৯৩ জন এ প্লাস এবং মানবিকে ৬১ জন শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৩২ জন এ প্লাস পেয়েছে। এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছেলের সংখ্যা ৪১০ ও মেয়ের সংখ্যা ৩৬৯ জন।

প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষকদের দেয়া তথ্য মতে, শিক্ষার্থীদের ভালো ফলাফল করানোর জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানটি। বিশেষ করে শামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ নিউক্লিয়ার এডুকেশন টিম (এসনেট) নামের কমিটি শিক্ষার্থীদের নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে। নবম শ্রেণীতে ওঠার পর একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধায়নে থাকেন ১৫ জন শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে যারা দুর্বল তাদেরকে আলাদাভাবে মনিটরিং করা হয়। কেবল তাই নয়, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার শতভাগ নিশ্চিত করার জন্যও রয়েছে বিশেষ মনিটরিং সেল। আর মডেল টেস্টকে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে প্রতিষ্ঠানটি। দশম শ্রেণীতে ওঠার পর মডেল টেস্ট নিয়েও কাজ করেন শিক্ষকরা।

শামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের এ প্লাস পাওয়া শিক্ষার্থী সাদাব করিম নাশা যুগান্তরকে বলেন, 'আমরা বাইরে কোনো শিক্ষক-কোচিংয়ে যাইনি। আমাদের স্কুলের শিক্ষকরাই আমাদের সব। তাদের নির্দেশনায় দিন-রাত পরিশ্রম করেছি। যার ফলে আমাদের স্কুল সারা দেশে প্রথম স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।'

১৯৮৯ সালে মাত্র ২৫ জন শিক্ষার্থী নিয়ে এটি কিন্ডার গার্টেন হিসেবে যাত্রা শুরু করে আজকের সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ। গত বছর এসএসসি পরীক্ষায় এই প্রতিষ্ঠানটি নবম, ২০১২ সালে দ্বিতীয়, ২০০৯ সালে ষষ্ঠ ও ২০০৮ সালে সপ্তম স্থান দখল করে। কেবল এসএসসি পরীক্ষাতে নয়, প্রাথমিক ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষাতে সেরা প্রতিষ্ঠানের তালিকায় আছে ডেমরার এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। গত বছর এইচএসসিতে সারা বাংলাদেশে ষষ্ঠ স্থান অর্জন করে। বর্তমানে দশ হাজার শিক্ষার্থী শামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজে লেখাপড়া করছে।